গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন কমিশন

পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, ঢাকা।

সংযুক্তি- ক

বিষয়ঃ ১৯৮৫ সালের পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ এর সংশোধন বিষয়ে আইন কমিশনের সুপারিশ সম্বলিত চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রসংগে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে নারীদের অবস্থান ও মর্যাদা বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। সংবিধানের ১০ অনুচ্ছেদে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ঘোষিত হইয়াছে। ২৮(৪) অনুচ্ছেদে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, নারীদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন, নারীদের মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে। নারীদের অবস্থানের উন্নয়নকল্পে সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদে মহিলা সদস্যদের জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ নারী সমাজকে অনগ্রসরতা ও বঞ্চনা হইতে তুলিয়া আনিয়া অগ্রগতি ও প্রগতির ধাপে পদায়ন করানোর লক্ষ্যে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা বাংলাদেশের সংবিধানের একটি বিধান ও অন্তর্নিহিত চেতনা। ইহা নারী মুক্তির লক্ষ্যে সাংবিধানিক অংগীকারও বটে।

২। পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সালের ১৮ নং অধ্যাদেশ) মূলতঃ নারীদের বৈবাহিক সম্পর্কিত অধিকারসমূহকে অধিকতর কার্যকরভাবে সংরক্ষণ ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে অর্জনকল্পে প্রণীত হইয়াছিল। আইনটি মূলতঃ পদ্ধতি সম্পর্কিত আইন। এই আইনের ১৭ ধারায় পারিবারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রীর বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আপীলের সুযোগ প্রদত্ত হইয়াছে।

৩। পারিবারিক আদালত যে সকল বিষয়ে কোন মহিলার পক্ষে রায় বা ডিক্রী প্রদান করিয়া থাকে, উহাদের মধ্যে রহিয়াছে খোরপোষের ডিক্রী এবং দেনমোহরের ডিক্রী। এইরূপ ডিক্রী সাধারণতঃ আর্থিক অংকে প্রদত্ত হইয়া থাকে। লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, কোন মহিলার পক্ষে এইরূপ ডিক্রী প্রদত্ত হইয়া থাকিলে বিবাদী অনেক ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র ডিক্রীকে বিলম্বিত ও অকার্যকর করার উদ্দেশ্যে উচ্চতর আদালতে আপীল করিয়া থাকে। ইহাতে ডিক্রীপ্রাপ্ত মহিলারা হয়রানীর স্বীকার হইয়া থাকেন। এইরূপ অবস্থা অবাঞ্ছিত। ইহার অপনোদন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪। কমিশন মনে করে যে, উচ্চতর আদালত কর্তৃক আপীল গৃহীত হওয়ার ক্ষেত্রে একটি শর্ত আরোপ করা যাইতে পারে যে, পারিবারিক আদালতে পাঁচ হাজার টাকার অধিক দেনমোহর বা খোরপোষের আর্থিক ডিক্রী হইয়া থাকিলে, ডিক্রীকৃত অর্থের ৫০% সমপরিমাণ অর্থ দায়িক বিচারিক আদালতে নগদ টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে উচ্চতর আদালতে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন এবং পরবর্তীতে ডিক্রি যদি বাতিল বা পরিবর্তিত হয় তৎক্ষেত্রে দেওয়ানী কার্যবিধি আইন, ১৯০৮ এর ১৪৪ ধারা প্রয়োগের বিধান করা যাইতে পারে।

৫। কমিশন মনে করে যে, উক্তরূপ একটি বিধান আইনে করা হইলে, উহা দায়িককে হয়রানী মূলক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আপীল দায়ের করিতে নিরুৎসাহিত করিবে এবং উহা প্রকারান্তরে মামলায় ফলকে ত্বরিত ও অধিকতর কার্যকর করিবে এবং উহা নারীদের বৈবাহিক সম্পর্কিত অধিকার সংরক্ষণ ও সুরক্ষায় সহায়ক হইবে।

৬। কমিশন এতদ্ উদ্দেশ্যে একটি খসড়া আইন বিল অত্র প্রতিবেদনের সহিত সংলাগ-ক হিসাবে সুপারিশ আকারে সরকারের নিকট পেশ করিতেছে। বিলের মধ্যে প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য প্রতিফলন করা হইয়াছে। অধ্যাদেশের বিদ্যমান ১৭ ধারায় কিছু নতুন বিধান সংযোজন করার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

৭। এক্ষণে কমিশন সরকারের নিকট নিকট অত্র প্রতিবেদন ও সংলগ্ন খসড়া বিলের আলোকে আইন সংস্কারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে সুপারিশ করিতেছে।

(বিচারপতি নইম উদ্দিন আহমেদ)
সদস্য। ২৩/৮/১৯

(বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেন)
২৩/৮/১৯
চেয়ারম্যান।